আর·ডি·বনশল প্রযোজিত

সাত পাকে বাঁধা

পরিচালনা · অজয় কর

সাত পাকে বাঁধা

প্রযোজনা : **আর ডি বনশল**

পরিচালনা : **অজয় কর** চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ : **নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**

সর্বাধ্যক্ষ : **বিমল দে**

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আলোক চিত্রশিল্পী : বিশু চক্রবর্তী
শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী
আবহ সংগীতগ্রহণ ও
শব্দ পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্রপরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা
সহযোগী : অবনী রায়
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু

সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ
রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী
শ্রীমতী সেনের রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য্য
ব্যবস্থাপনা : সুদীপ মজুমদার, বাসু ব্যানার্জী
আবহ সঙ্গীত : সুর ও শ্রীঅর্কেষ্ট্রা
প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

মহামান্য মেবারের মহারাণা সুরজিৎ সিং শেঠী (চিতোর)
রায়জাদা মনমোহন লাল (দিল্লী), চন্দন সিং ও কল্যাণ সিং (উদয়পুর)
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, বাণী বিদ্যাবীথি (ভবানীপুর)
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ চিত্রপরিস্ফুটিত এবং ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে
সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দ পুনর্যোজিত।

বিশ্ব পরিবেশনায় : **আর. ডি. বি এণ্ড কোং**

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : নরেশ রায়, স্বদেশ সরকার
চিত্রশিল্পে : কে. এ. রেজা, নির্মল মল্লিক
শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর
সম্পাদনায় : রবীন সেন
শ্রীমতীর সেনের রূপসজ্জা : পরেশ দাস
সাজসজ্জা : দাশরথি দাস

সংগীত : সমরেশ রায়, নির্মল চ্যাটার্জী
শিল্পনির্দেশ : সূর্য চ্যাটার্জী
চিত্র পরিস্ফুটন : অবনী রায়
আবহ সংগীতগ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ইডাল
ব্যবস্থাপনা : অরুণ দাস

পর্দার অন্তরালে

প্রযোজক আর. ডি. বনশল

ইতিহাস প্রসিদ্ধ আগ্রা সহরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রযোজক আর. ডি. বনশল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বনশল মার্ব্বেল পাথরের ব্যবসায়ী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আগ্রা সহরেই শ্রী বনশল এর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয় এবং পৈতৃক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে

মার্বেল কিওরিওজ এর ব্যবসা সুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রকার মার্বেল পাথর ও ফ্লোরিং এর ব্যবসায় খ্যাতি লাভ করেন। তার প্রতিষ্ঠান আর. ডি. বনশল এণ্ড কোং বর্তমানে এশিয়ার বিশিষ্ঠ পাথর ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। এছাড়া অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেন।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট হন এবং 'গ্রেস' সিনেমার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেস পিকচার্স প্রতিষ্ঠা করে "শশীবাবুর সংসার" চিত্র প্রযোজনা করেন এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে "লোটাস" সিনেমার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। গ্রেস ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রতিষ্ঠা করে হিন্দিচিত্রের পরিবেশনা আরম্ভ করেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে :আর, ডি, বি এণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুবর্ণ জয়ন্তী চিত্র 'শেষ পর্য্যন্ত' যুগ্মভাবে প্রযোজনা করেন।

সার্থক চিত্র নির্মাতা হিসেবে আর, ডি, বনশল সর্বজন প্রশংসা লাভ করেছেন।

পরিচালক অজয় কর

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে যে কয়জন চিত্র পরিচালক পুরোভাগে রয়েছেন শ্রী অজয় কর তাদের অন্যতম। আদি নিবাস ঢাকা জিলার তিকোরিয়া গ্রামে। পিতা ৺প্রমোদচন্দ্র কর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন।

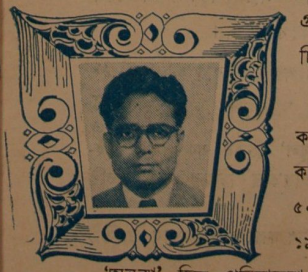

১৯৩২ সালে অজয় বাবু সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে ইনি কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের প্রায় ৫০খানি চিত্রে আলোক-চিত্রশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে 'সব্যসাচী' নামের অন্তরালে ইনি সর্বপ্রথম 'অনন্যা' চিত্র পরিচালনা করেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬খানি চিত্র পরিচালনা করেছেন। এককালের কৃতি চিত্র-শিল্পী অজয় কর বর্তমানের পরিচালনা ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছেন।

চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধনায় নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অসাধারণ প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অদ্বিতীয়। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪২ খানা চিত্রের তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বাংলা চিত্রে যাদুসংলাপী নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের অবদান সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে

বরিশাল শহরের এক বর্ধিষ্ণু কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে বাংলা ১৩২৬ সালে শ্রীবিমল দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে একজন লব্দপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি,—বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। বরিশালের তদানীন্তন ছাত্র

আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা হিসেবে বিমলবাবু আজও পরিচিত। স্থানীয় সোসালিষ্ট পার্টিরসম্পাদক হিসেবে ইনি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে থেকে সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারা নির্যাতন ভোগ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর বিমলবাবু অভিশপ্ত দেশ বিভাগের সমস্যা নিয়ে "ছিন্নমূল" নামে একখানি চিত্র নির্মান করেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'ছিন্নমূল' চিত্রই সর্ব প্রথম বর্হি-ভারতে প্রদর্শিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্র-ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করে।

আর, ডি, বি কোম্পানীর জন্ম থেকেই এর সর্বাধ্যক্ষরূপে বিমলবাবু প্রতিটি বিভাগেরই পরিচালনা ক'রছেন।

আর. ডি. বি চিত্রের সাফল্যের মূলে তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তং অনুচিত্তং তে অস্তু

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। ২

যদেতদ্ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব। ৩

ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ
ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্

অনুবাদ

আমার জীবন ব্রতে তোমার হৃদয় দাও
আমার চিত্তের অনুরূপ হোক্ তোমার চিত্ত। ১

বাঁধলাম সত্য গ্রন্থি দিয়ে তোমার হৃদয় ও মন। ২

যা আছে তোমার হৃদয়ে
তাই থাক্ আমার হৃদয়ে।
এই আমার হৃদয়
হোক তোমার হৃদয়। ৩

আকাশ যেমন চিরনিত্য
চিরনিত্য যেমন পৃথিবী আর পর্ব্বত
চিরনিত্য যেমন বিশ্বময় জগৎ
তেমনি চিরনিত্য তুমি আমার স্ত্রী। ৪

পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়,—হোমাগ্নির উর্ধগামীশিখা,-মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শাশ্বত মিলনের বন্ধনে দুটি জীবন গ্রথিত করে দেয়। একের মাঝে অন্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়,—মহাসত্যের পরম বন্ধনে আবদ্ধ হয় অর্চ্চনা ও সুখেন্দু।

…শুক্লাচতুর্দশীর শুভ সন্ধ্যায় সাত পাকে বাঁধার সে মহালগ্ন উভয়ের জীবনে আনন্দের বন্যা এনে দেয়—পরম শ্রদ্ধায় তারা গ্রহণ করে শাস্ত্রের পবিত্র শপথ বাক্য,—মহান অনুশাসন।

…স্বামী গর্বে আত্মহারা অর্চ্চনা, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপচারে দয়িতের পূজাবেদী তৈরী করে, পরম আগ্রহে তার শান্তির নীড় রচনায় মেতে ওঠে।

…সব কথা ভেসে আসে। ছায়াছবির পর্দার বুকে যেন সে দেখতে পায় তার অদূর ইতিহাসের প্রতিটি দৃশ্য। অর্চ্চনা ডুবে যায় চিন্তার অতল গহ্বরে,—স্মৃতি-রোমন্থনের মাঝে ভুলে যেতে চায় তার ব্যথাভরা জীবনের দিনলিপি।

পল্লীপরিবেশের স্নিগ্ধতার মাঝে অর্চ্চনা যেন নিজেকে নূতনরূপে আবিস্কার করে। বাহ্যিক বিচ্ছেদ হলেও একটি মুহূর্তের-জন্যও সে সুখেন্দুকে ভুলতে পারেনি। অথচ তার এই বেদনা, তার মানসিক গ্লানি বাইরের জগৎ জানেনা। কাউকে সে বলতে পারেনা তার অন্তরের দুঃসহ জ্বালা।

শিক্ষয়িত্রী অর্চ্চনা যেন রহস্যময়ী। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে সে যেন কোন রহস্যলোকে চলে যায়। কখনও শিশুদের নিয়ে খেলার মাঠে আবার কখনওবা গঙ্গার ধারে সে ঘুরে বেড়ায়। নিখিলেশকে প্রায়ই তার কাছে যেতে দেখা যায়। স্কুল সম্পাদকের আত্মীয় হিসেবে সর্বত্রই তার অবাধগতি। কিন্তু সেও যেন অর্চ্চনার অন্তরের সন্ধান পায়নি। প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে অর্চ্চনার প্রতি নিখিলেশের একটা আকর্ষণ গড়ে ওঠে। অর্চ্চনার সৌন্দর্য্য—তার শান্ত

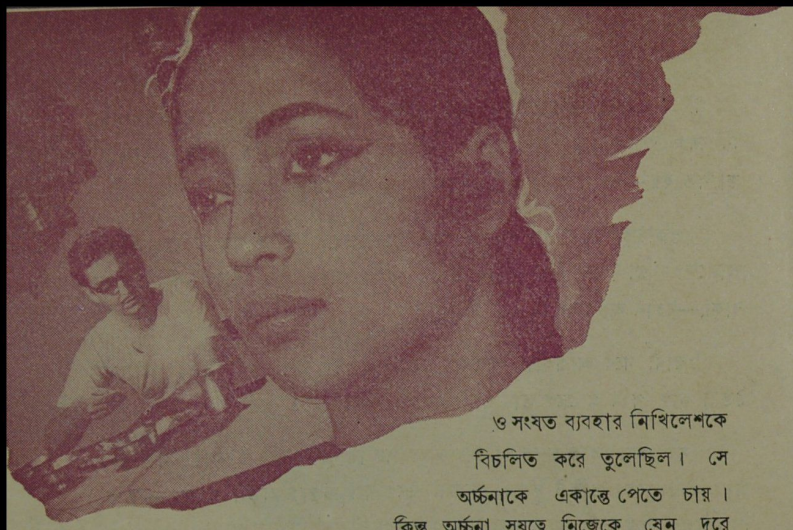

ও সংযত ব্যবহার নিখিলেশকে বিচলিত করে তুলেছিল। সে অর্চ্চনাকে একান্তে পেতে চায়। কিন্তু অর্চ্চনা সযত্নে নিজেকে যেন দূরে সরিয়ে রাখে। সহজ ভাবেই নিখিলেশের সাথে তার আলাপ হয়। এদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের মাঝে একটা মৃদুগুঞ্জন সৃষ্টি করে। অর্চ্চনা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। একদিন সে স্পষ্টভাবে নিখিলেশকে জানিয়ে দেয়, "আপনি এমন কিছু ক'রবেন না যাতে আমার সম্ভ্রমে আঘাত লাগতে পারে। আপনার গতিবিধি সংযত রাখবেন।" বেদনাহত নিখিলেশ জবাব দেয়, "আপনাকে ভালবাসা কি আমার অপরাধ?" "আপনি আর অগ্রসর না হলেই আমি সুখী হব,"—দৃঢ়কণ্ঠে অর্চ্চনা জবাব দেয়। নিখিলেশ আর অগ্রসর হয়নি,—ধীর পদক্ষেপে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

অর্চ্চনা আবার ফিরে যায় সেই রহস্যলোকে। রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ শয়নকক্ষে বসে সে তার অতীত ইতিহাসের মাঝে ডুবে যায়। কেউ তাকে বুঝতে পারেনি—কেউ তার অন্তরের সন্ধান নিতে চায়নি। এতো সেদিনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে জনাকীর্ণ বাসের মাঝে সুখেন্দুর সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ। তরুণ অধ্যাপকের বলিষ্ঠ ও সতেজ ব্যবহার ক্ষণিকের মধ্যেই অর্চ্চনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরেও তাদের দেখা হয়। সংকোচের আবরণ কেটে যেয়ে উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। অর্চ্চনার পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বসু এদের খবর শুনতে পান। পরিতৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে,—মেয়েকে তিনি নীরবে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু বাঁধা আসে মায়ের দিক থেকে। সামান্য বেতনের 'কলেজ মাষ্টারের' সঙ্গে তিনি অর্চ্চনার বিবাহ দিতে রাজী নন। তার মনোনীত পাত্র ননীমাধব কুলে-মানে-সম্পদে সুখেন্দুর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। বনেদী বংশতো বটেই তার উপর সম্প্রতি তার পুত্রের সঙ্গে সাইকেল-রিক্সা ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু অর্চ্চনা সুখেন্দুর গভীর ভালবাসা উভয়ের মিলনের সেতু রচনা করে দেয়। পিতার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে অর্চ্চনা সুখেন্দুর সাথে সাত পাকে বাঁধার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধা হয়।

সুখেন্দুর পিসীমা অর্চ্চনাকে পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত হন। মাতৃহীন সুখেন্দুকে তিনি পুত্রস্নেহে গড়ে তুলেছেন। বিবাহের পর অর্চ্চনার হাতে সংসার তুলে দিয়ে হৃষ্টমনে তিনি তীর্থযাত্রার আয়োজন করতে থাকেন।

ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকা অর্চ্চনার মায়ের মাঝে প্রতিনিয়তই ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুখেন্দু যেন তাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের কেউ নয়। তার আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি সর্বদাই অযাচিত উপদেশ দেন সামান্য বেতনের 'কলেজ-মাষ্টার' সুখেন্দু,—তার হিসেব করে চলা উচিত। মায়ের ব্যবহারে অর্চ্চনা ক্ষুণ্ণ হয়,—তাকে বোঝাতে যায়। সুখেন্দুর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। নীরব প্রতিবাদে সে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সংঘাত বিরাট ভাবে দেখা দেয় যখন অর্চ্চনার মা সুখেন্দুকে সমশ্রেণীতে তুলবার জন্য এ বাড়ীতে টেলিফোন বসাবার ব্যবস্থা করেন।

...স্বামী এবং মায়ের পরস্পর বিরোধী আদর্শ অর্চ্চনাকে দিশেহারা করে তোলে। স্বামীর আত্মমর্য্যাদাকে যেমন সে অসম্মান ক'রতে পারেনা তেমনি মায়ের অযাচিতস্নেহের অনুশাসনও সে উপেক্ষা ক'রতে পারেনা। তার অন্তরের

গভীর ভালবাসার বিনিময়ে স্বামীকে সে শান্ত হতে অনুরোধ জানায়। সুখেন্দু স্ত্রীকে ভুল বোঝে। উভয়ের মাঝে নেমে আসে ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পৃথক ঘরে বাস ক'রতে সুরু করে সুখেন্দু। অর্চ্চনা অভিমানে ভেঙ্গে পরে। তার সহজাত আত্মমর্য্যাদা সজাগ হয়ে ওঠে। প্রেম, ভালবাসা এর কি কোনও মূল্য নেই? মিলনের শাশ্বত বন্ধনের কি কোনও মর্য্যাদা নেই?

দুঃসহ জীবনভারে উভয়েই যেন মুক্তির পথ খুজে পেতে চায়। মুক্তি,—বিবাহ বন্ধন যেন তুচ্ছ সামাজিক প্রক্রিয়া! শাস্ত্রের অনুশাসন,—বৈদিক মন্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব সবই যেন আজ হাস্যকর! অর্থহীন জীবন বন্ধন! বিরাট ঘুর্ণিবাত্যায় তলিয়ে যায় দুটি জীবন। মহামিলনের যোগসুত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সুখেন্দু অর্চ্চনা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। পারস্পরিক অনুমোদিত বিচ্ছেদ পত্রে তারা স্বাক্ষর করে। নেমে আসে তাদের জীবন নাট্যের অন্ধকার যবনিকা।

• • • •

ছোট বোন বরুণার বিবাহ উৎসব। নিজের হাতে সাজিয়ে দেয় অর্চ্চনা। মঙ্গল শঙ্খ বেজে ওঠে। আবার ভেসে আসে সেই পবিত্র বেদমন্ত্র। হোমাগ্নির পূতঃ শিখা মহামিলনের সাক্ষ্য হয়। স্থানুর মত দাড়িয়ে থাকে অর্চ্চনা। সব কিছু লক্ষ্য করে। মনের পর্দায় জেগে ওঠে শুক্লাচতুর্দশীর সেই মহালয়।

"...চিরনিত্য যেমন বিশ্বময় জগৎ তেমনি চিরনিত্য তুমি আমার স্ত্রী"—পুনরায় সে শুনতে পায় সেই মহামন্ত্র। দাম্পত্য জীবনের মহান অনুশাসন। বিচলিত হয় অর্চ্চনা। তবে কি এ বিচ্ছেদ মিথ্যা? সাময়িক? নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করে অর্চ্চনা। বাহ্যিক বিচ্ছেদের আবরণে একটি মুহুর্তের জন্যও সে সুখেন্দুকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু কোথায় সুখেন্দু?...ছুটতে থাকে অর্চ্চনা। উৎসব মুখর গৃহ থেকে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যায় ঐ শাশ্বত মিলনমন্ত্র "বধ্নামি সত্য গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।"

রূপায়ণে

শ্রেষ্ঠাংশে : **সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**

—অন্যান্য চরিত্রে—

পাহাড়ী সান্যাল	ছায়া দেবী
তরুণ কুমার	মলিনা দেবী
প্রশান্ত কুমার	সুব্রতা সেন
অমিত দে	গীতা দে
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	তপতী ঘোষ
সন্তোষ সিংহ	সুষমা ঘোষাল
অমর মল্লিক	মাধুরী মুখার্জী
ডাঃ হরেন মুখার্জী	মায়া রায়
শৈলেন মুখার্জী	গৌরী ব্যানার্জী
তমাল লাহিড়ী,	সুতপা মজুমদার
প্রীতি মজুমদার	আশা দেবী
দেবাশীষ দাশগুপ্ত	ইরা চক্রবর্তী

বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী, স্বদেশ সরকার, গুরুদাস মুখার্জী, পতাকী মুখার্জী, তিনু ঘোষ, অজিত রায় (এ্যাঃ), শিবু দত্ত, পল্লব ব্যানার্জী, প্রফুল্ল দত্তগুপ্ত প্রভৃতি।

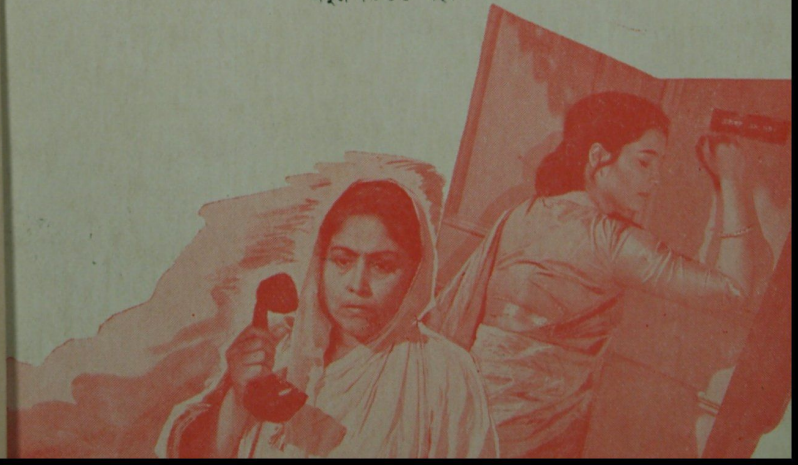

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।